মেহেরপুরে নতুন করে ৬ জন করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৬ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। ২৪ জুন বুধবার কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ২০ টি প্রাপ্ত রিপোর্ট এর মধ্যে ৬ টি পজিটিভ এসেছে। এর মধ্যে সদরে ৫ জনে এবং মুজিবনগরে ১ জন পজিটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মেহেরপুরে নতুন করে ৬ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছে। । সেই সাথে আজ বুধবার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৫৯ জনের এর মধ্যে সদর ১২, মেহেরপুর সদর হাসপাতাল ১০, গাংনী ৩৩ এবং মুজিবনগর ০৪ জন।

মেহেরপুরে চার শতাধিক ব্যবসায়ীর পেশা বদল

করোনা প্রাদুর্ভাবে পেশা বদল করেছে মেহেরপুরের পর্যটন এলাকা কেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা। পর্যটন এলাকায় দীর্ঘদিন জনসমাগম না থাকায় এমনটি হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা। মেহেরপুরে ছোট বড় তিনটি পর্যটন এলাকা হিসেবে দেশ ব্যাপী পরিচিত। ইতোমধ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কন্দ্রে হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে। কিন্তু করোনার কারণে সেটি আপতত বন্ধ আছে। এছাড়াও ব্রিটিশদের স্মৃতি বিজড়িত আমঝুপি নীলকুঠি ও গাংনী উপজেলার ভাটপাড়ায় ডিসি ইকোপার্ক।

এইসব পর্যটন এলাকাকে কেন্দ্র করে চার শতাধীক ব্যবসায়ী তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। পর্যটন এলাকার চারিপাশে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী, চায়ের স্টল, খেলনা সামগ্রী, খাবারের দোকান ইত্যাদি সাজিয়ে বসেছিল ব্যবসায়ীরা। এই ব্যবসার মাধ্যমে তাদের সংসার চলতো। কিন্তু গত মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে এখন পর্যন্ত করোনার প্রার্দুভাবে এইসব পর্যটন এলাকায় মানুষের আনাগোনা নেই

বললেই চলে। একারনেই দোকানপাট গুলো ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। সংসার চালাতে বেছে নিয়েছে ভিন্ন পেশা। কেউ কেউ দোকান খুলে বসে থাকলেও সংসার চালানোর মত উপার্জন হয়না।

মেহেরপুরের সবচেয়ে বড় পর্যটন এলাকা হচ্ছে স্বাধীনতার সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগর। বছরের শুরুতে পর্যটকদের উপচেপড়া ভিড় থাকলেও সারা বছরই দেশ বিদেশ থেকে পর্যটকদের আনাগোনা থাকে ব্যাপক। কিন্তু এখন তার ভিন্ন চিত্র। অবকাঠামো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

এ এলাকার ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করেছে তাদের পেশা। কেউ পরের জমিতে কৃষি কাজ করে, কেউ সবজি বিক্রি করছে, কেউ মৌসুমি ফল আমের ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছে, কেউ বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে।

সোনাপুর গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস ২২ বছর ধরে মুজিবনগর আমবাগানের ভিতর চা বিক্রি করে আসছেন। দিন গেলে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা উপার্জন করতো। সংসার চালিয়ে কিছু টাকা জমা করে রাখতেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এখন জমা করাতো দুরের কথা ঠিকমত সংসার চালানোই মুশকিল তার জন্য। পেশা বদল করে তিনি এখন আমের ব্যবসা করেন। কাঁচা আম কিনে পাকানোর পর বাজারে বসে খুচরা দরে বিক্রি করেন। কুদ্দুস বলেন “আমের সিজিন শেষ। এখন কি করবো বুঝতে পারছি না। বয়সও হইছে কঠিন কাজতো করতে পারবো না। দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে”?

কসমেট্রিক্স ব্যাবসায়ী পলাশ বলেন,করোনার কারনে দীর্ঘদিন ধরে দোকান বন্ধ আছে। পর্যটক না থাকায় দোকানে বেচাকেনা হচ্ছে না। তাই দোকান বন্ধ রেখেছি। আমি এখন আম পাড়ার লেবার হিসেবে কাজ করছি।
হোটেল ব্যবসায়ী মিহিদুল ইসলাম জানান, করোনার কারনে দীর্ঘদিন ধরে হোটেল বন্ধ রেখেছি। খাওয়ার লোক নেই। নিজের কিছু জমি আছে সেই সাথে অন্যের কিছু জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করছি।

মুজিবনগর আমবাগানে চট বিছিয়ে খেলনা বিক্রি করতেন মোজাম্মেল হক। এখন তিনি পাখি ভ্যান চালান। যদিও তাতেও রয়েছে কঠোর নির্দেশনা। তারপরও জীবিকার তাগিদে ভ্যান চালাতে বাধ্য হয়েছেন ৫৫ বছরের মোজাম্মেল।

কসমেট্রিক্স ব্যবসায়ী আব্দুর রাজ্জাক জানান,আমি মাঠে কাজ করতে পারি না। কসমেট্রিক্স ব্যবসায়ের উপর আমার সংসার চলতো। করোনার

কারনে মুজিবনগরে পর্যটক না আসায় দীর্ঘদিন ধরে দোকানে কোন কাস্টমার নেই। তারপরও খুলে রেখেছি স্থানীয়দের আশায়।

পাইকারী খেলনা ব্যবসায়ী শরিফুল মোল্লা জানান, আমরা সাধারণত খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে খেলনা বিক্রি করে থাকি। করোনার কারনে মুজিবনগরে পর্যটক না আসায় খুচরা ব্যবসায়ীরা তাদের মালামাল বিক্রি করতে পারছি না। এতে করে ঘরে মালামাল বোঝায় করে রেখেছি। মালামাল গুলো বিক্রি করতে না পেরে আমরা লোকসানের মুখে পড়েছি।

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক। এই পর্যটন এলাকাকে কেন্দ্র করে ছোট বড় মোট ১৫ জন বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী ছিল। এখন একটি মাত্র দোকান খোলা থাকে, বাকি গুলো সব বন্ধ। এছাড়াও পার্কের বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থাও ছিল। এগুলো চালিয়ে জিবিকা নির্বাহ করতো স্থানীয় কিছু নিম্ন আয়ের মানুষ। করোনা প্রাদুর্ভাবে পর্যটক না থাকায় বেছে নিয়েছে ভিন্ন পথ।

টয়ট্রেনের মালিক আকবর আলী জানান, ইকো পার্কে দর্শনার্থী না থাকায় ব্যবসার সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। টয়ট্রেনের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত শ্রমিকেরা কাজ ছেড়ে জীবিকার তাগিদে দিন মজুর হিসেবে অন্যের জমিতে কামলার কাজ করছেন।

নাগরদোলার মালিক জয়নাল আবেদীন বলেন, আমি একটি সমবায় সমিতির সাথে জড়িত। ব্যবসা না থাকায় সমিতি নিয়ে ব্যস্ত আছি। তবে এগুলি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হলেও চালু না থাকায় মরিচা পড়ে নষ্টের পথে।

পার্ক সংলগ্ন কাজলা নদীতে নৌকা পরিচালনাকারী কানু মিয়া জানান, আমি একজন স্যালোইঞ্জিন মিস্ত্রি। আমি নৌকা ছেড়ে দিয়ে মিস্ত্রি পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেছি।

ইকো পার্কের চটপটি ব্যবসায়ী জুয়েল রানা জানান, আমি এখানে একটি দোকান বরাদ্দ নিয়ে চটপটি বিক্রি করে সংসার চালাতাম। বর্তমানে এ ব্যবসা ছেড়ে ক্ষেত খামারে দিনমজুরের কাজ করছি।

আজব গুহার মালিক ইয়ারুল ও সুমন আহাম্মেদ জানান, আমি অনেক টাকা ধার দেনার মধ্যে পড়েছি। বর্তমানে অন্য পেশায় যেতে চাইছি। কবে নাগাদ সবকিছু ঠিকঠাক হবে আল্লাহ ছাড়া কেই জানেনা। তাই পেটতো চালাতে হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে অবস্থিত নীলকুঠি। বিট্রিশ শাসনামলের নীল চাষের সাক্ষী। সারা বছরই কমবেশি লোকজন আসে এই নীলকুঠি দেখতে। তবে বিশেষ দিনে এখানে পর্যটক হয় অনেক। এখানে তেমন একটা ব্যবসায়ী না থাকলেও স্থানীয় কয়েকজন অস্থায়ীভাবে চা-পানের দোকান চালাতেন। জনসমাগম না থাকায় ইতোমধ্যে একটি দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। আরেকটি কোন রকমে টিকে আছে। স্থানীয় কিছু তরুণদের কল্যাণে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন রাসেল।

প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহযোগীতা করেছেন গাংনী প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান ও মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে করোনা উপসর্গে একজনের মৃত্যু

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে আলী শাহ নামের একজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। সোমবার বিকালে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত আলী শাহ নওদা মুটমুড়া গ্রামের বক্কর শাহ’র ছেলে।

গাংনী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, করোনা উপসর্গ নিয়ে কুষ্টিয়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়া থেকে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। লাশ গাংনীতে আসার পর স্বাস্থবিধি মেনে দাফন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে কথিত দন্ত চিকিৎসকের ভূল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দিতে মিজান ডেন্টাল ক্লিনিকের কথিত দন্ত চিকিৎসক মিজানের কাছে ৬টি দাঁত তুলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে নাসির উদ্দীন (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। নাসির শেখ গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান শেখ পাড়ার মৃত মহির উদ্দীন শেখের ছেলে।

নাসির উদ্দীনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ২রা জুন বামন্দি মিজান ডেন্টাল ক্লিনিকে নাসির উদ্দীনের ৬টি দাঁত তোলা হয়। এরপর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে তার শরীরে রক্তশূণ্য দেখা দিলে রক্ত দেওয়া হয়। তারপরও শরীরের রক্ত ঘাটতির কারনে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর থেকে মিজান ডেন্টাল ক্লিনিকের মালিক কথিত দন্ত চিকিৎসক মিজানুর রহমান পলাতক রয়েছে।

মিজানের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মো: ওবাইদুর রহমান জানান, কথিত চিকিৎসক মিজান পলাতক রয়েছে। তবে নাসির উদ্দীনের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে আফেল আলী (৩৫) নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১ টায় গাংনী হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। আফেল আলী সাহারবাটি বাজার পাড়ার আব্দুল মতিনের ছেলে। তিনি পেশায় মৌসুমি ফল ও সবজী ব্যবসায়ী ছিলেন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান,করোনা উপসর্গ নিয়ে আফেল আলীকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঢাকায় রেফার্ড করা হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান,আফেল আলীকে গাংনী হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা যায়। শ্বাসকষ্ট ও সর্দি জ্বর থাকায় তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। দাফন কাফনের বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা করবে।

আফেল আলীর ছোট ভাই কফেল আলী জানান, তার ভাইয়ের শ্বাসকষ্ট,সর্দি জ্বর ও হার্টের সমস্যা ছিলো। সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনিত হলে এ্যাম্বুলেন্স যোগে ঢাকা নেওয়ার পথে গাংনী উপজেলার গাড়াডোব বাজার এলাকা পার হওয়ার সময় শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। পরে গাংনী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করে পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদস্যদের দাফন কাফনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া নমুনা সংগ্রহের ফলাফল পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে ৬ কেজি গাঁজাসহ দু’মাদক ব্যবসায়ীকে আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৬ কেজি গাঁজা সহ দুজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।
শুক্রবার বিকাল তিনটার সময় উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর চেকপোষ্ট থেকে গাঁজাসহ তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দঘাট থানার দৌলতদিয়া

এলাকার ইদ্রিস মৃধার ছেলে সোহেল মৃধা (২৫) ও একই এলাকার কনা হিজড়া(২৭)।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মোঃ ওবায়দুর রহমান জানান, দুজন মাদক ব্যবসায়ী স্কুলব্যাগ যোগে গাঁজা পাচার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলীর নির্দেশে আকুবপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে ৬কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হবে। তিনি আরো জানান সোহেল মৃধার নামে অস্ত্র ও মাদকের একটি মামলা রয়েছে।

গাংনীতে ছাত্রলীগ নেতা অনিকের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের নির্দেশে ও মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধানের তত্বাবধায়নে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকের উদ্যোগে শুক্রবার সকালে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধক করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক ।

তিনি বলেন বর্তমান করোণা ভাইরাসের সময় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ সম্মুখ যোদ্ধা হিসাবে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্যের স্লিপ বিতরন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ছাত্রলীগের এই বৃক্ষরোপন কার্যক্রম সত্যিয় প্রশংসনীয়। এসময় আরো বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু।

এসময় অন্যানের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সেচ্ছাসেবকলীগের

যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবাহন, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা খোরশেদ আলি, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক তপু রায়হান রবিন, ছাত্র বৃত্তি সম্পাদক হিরোক খান, উপ-ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক শামীম,গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য নাদিম হাসান ইকবাল প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে স্বামীর পর স্ত্রীও করোনা আক্রান্ত, গাড়াবাড়িয়ায় মৃত মহিলা করোনা পজেটিভ

মেহেরপুরের গাংনীতে নতুন করে পপি খাতুন (২৭) নামের এক গৃহবধু করোনা আক্রান্ত হয়েছে।
বুধবার রাত ৯ টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম।
পপি খাতুন কাজিপুর গ্রামের করোনা আক্রান্ত সাইদ হোসেনের স্ত্রী। সে বর্তমানে তার পিতার বাড়ি গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়াতে রয়েছেন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বলেন,পপি খাতুনের নুমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হলে সেখান থেকে করেনা পজেটিভ বলে নিশ্চিত করে। তিনি আরো বলেন,সম্প্রতি পপি খাতুনের স্বামী সাইদ হোসেন যশোর থেকে বাড়িতে আসার পর করোনা আক্রান্ত হয়ে কাজিপুরে নিজ বাড়িতে রয়েছেন। বর্তমানে তারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই করোনা পজেটিভ।
মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: নাসির উদ্দীন বলেন,মেহেরপুর জেলার ২০ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে নতুন দুজন ও একজন ফলোআপ পজেটিভ রয়েছে।এছাড়া গত শনিবার গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া গ্রামের আক্কাস আলীর স্ত্রীর মৃত রশিদা বেগম করোনা পজেটিভ ছিলেন। নতুন করে করোনা আক্রান্তের বাড়ি সহ

পার্শবর্তী কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। এ নিয়ে গাংনী উপজেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৬। সুস্থ ৩।

গাংনীতে কেজি স্কুলগুলোতে পরীক্ষার নামে ফিস আদায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে পরীক্ষা বাড়িতে নেয়ার প্রস্তুতি চলছে। স্কুলগুলো নানা কৌশল অবলম্বন করে অভিভাবকদের কাছ থেকে বকেয়া বেতন ও পরীক্ষার ফিস আদায় করছে।

সেই সাথে স্ব-স্ব শিক্ষার্থীর বাড়িতে পরীক্ষা নেয়ার জন্য খাতা ও প্রশ্নপত্র সরবরাহ করছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। সরকারি প্রজ্ঞাপন উপেক্ষা করে পরীক্ষার ছলে বেতন ও পরীক্ষার ফিস আদায়ে সচেতন মহলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তবে উপজেলা প্রশাসন ব্যাবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিলেও তা কার্যকরী হয়নি।

জানাগেছে,গাংনী উপজেলায় এসোসিয়েশন ভুক্ত কিন্ডার গার্টেন স্কুল রয়েছে মোট ২৬ টি। ওই সব স্কুলগুলি শিশু শ্রেনী থেকে শুরু করে ১০শ শ্রেনী পর্যন্ত ক্লাস করিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নামে জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে শিক্ষার্থীরা।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সারাদেশে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখতে দোকান পাট ও যানচলাচল বন্ধ ঘোষনা করেন এবং শিশু সুরক্ষার কারনে সরকারি বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষনা করে সরকার। দফায় দফায় সাধারণ ছুটি বৃদ্ধি করে সরকার। পরে পরীক্ষামুলক সাধারণ ছুটি তুলে নেয়ায় দিনদিন বেড়েই চলেছে করোনা রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যের সংখ্যা।

সরকারি সিদ্ধান্তে সর্বশেষ ১৪ই জুন ৩৮.০০৭.০৩৩.০০৪.৪৬.০০.২০১০/১২৩নং স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে সকল সরকারি, বেসরকারি ও কিন্টার স্কুল বন্ধের নির্দেশনা থাকলেও সরকারি এ প্রজ্ঞাপনকে উপেক্ষা করছে গাংনীর অধিকাংশ কিন্ডার

গার্টেন ও বেসরকারি স্কুল।

গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া সানরাইজ কিন্ডার গার্টেন স্কুল, সাহারবাটি বাজারের সাহারবাটি রুপায়ন জুনিয়র হাই স্কুল,গাংনী খাদ্যগুদামের সম্মুখে গাংনী প্রি-ক্যাডেট স্কুল,গাংনী ফুলকুড়ি,আলমদিনা কিন্ডার গার্টেন স্কুলসহ কিন্ডার গার্টেন এসোসিয়েশন ভুক্তসহ কিন্ডার গার্টেন ও বেসরকারি স্কুলগুলিতে বেতন ও পরিক্ষার ফিস আদায়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

শিক্ষার্থী অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বকেয়া বেতন ও পরীক্ষার ফিস পরিশোধ করে খাতা ও প্রশ্ন পত্র সংগ্রহ করতে জোর তাগিদ দেন স্ব-স্ব স্কুল কর্তৃপক্ষ। এ দুর্যোগ কালিন মুহুর্তে অনেক অভিভাবকই অর্থ জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে এমন অভিযোগ তাদের। অনেকেই নিরুপাই হয়ে ধারদেনা করে প্রশ্ন পত্র ও খাতা সয়গ্রহ করতে ভিড়জমায় স্কুলে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক শিক্ষার্থী অভিভবকগন জানিয়েছেন, স্কুলের শিক্ষকরা আমাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বেতন ও ফিস পরিশোধ করে খাতা ও প্রশ্ন পত্র সংগ্রহ করতে বল্লে আমরা তা নিতে এসেছি। তবে বাড়িতে বসেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান অভিভবকরা।

সাহারবাটি রুপায়ন জুনিয়র স্কুলের পরিচালক ইয়াছিন আলী পরীক্ষা বা ফিস আদায় বন্ধের কথা বল্লেও বাস্তবে ফিস ও বেতন আদায়ের ধুম দেখা গেছে। গাংনী প্রি-ক্যাডেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দিন বলেন, আমরা প্রাথমিক অবস্থায় শুরু করেছিলাম কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দিয়েছি।

প্রশ্নপত্র সরবরাহ ও ছাপা নিদের্শনায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সাথে যোগাযোগ না করেই মনগড়া সিদ্ধান্তে পুর্বপ্রস্ততি নিয়ে প্রশ্ন ছাপা ও সররাহরে ব্যাপারে তিনি বলেন,আমাদের কোন নির্দেশনার দরকার হয়না।

জোড়পুকুরিয়া সানরাইজ কিন্ডার গার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আ.ফ.ম সামসুল কামাল টলা বলেন, আমরা একটি সাজেশন তৈরী করেছি শুধু মাত্র শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বসে লেখা পড়ায় ফিরে আসে এবং মনোযোগী হয়।

গাংনী ফুলকুড়ি কিন্ডার গার্টেন ও জেলা কিন্ডার গার্টেন

এসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম জানান, এটি পরীক্ষা নয়, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী করা এবং পারিবারিক চাপে রাখার কৌশল মাত্র। আমার স্কুলের শিক্ষার্থীদের এ পরীক্ষায় কোন নম্বর দেয়া হবেনা, অন্য স্কুল কি করবে তা জানিনা।

গাংনী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন জানান, কিন্ডার গার্টেন স্কুল গুলি আমাদের অর্ন্তভুক্ত নয়। ওরা এসাসিয়েশন ভুক্ত। বিধায় ওদের আমরা কন্ট্রেল করতে পারিনা। ওদেরকে এসোসিয়েশন নিয়ন্ত্রণ করবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার রেজা মোহাম্মদ সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন আমি বিষয়টি দেখছি।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীর কাজিপুরে সরকারী চাল ছিনতাইকারী রাজুর ১ মাসের জেল

মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর চাল ছিনতাই ও সরকারে কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনায় রাজু (২৭) নামের একজনের ১ মাসের রাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান এ কারাদন্ড প্রদান করেন। কারাদন্ড প্রাপ্ত রাজু কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামের হকাজ্জেল হোসেনের ছেলে।
ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান জানান,দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন,সরকারী কাজে বাধা ও ভিজিডির চাল ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত রয়েছে মর্মে স্বীকার করলে তাকে ১ মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়।
গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান,ভ্রাম্যমান আদালতে কারাদন্ড প্রাপ্ত রাজুকে জেলা কারাগারে পাঠানোর প্রস্তুুতি চলছে।
উল্লেখ্য: মঙ্গলবার দুপুরে কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান রাহাতুল্লাকে তুলে নিয়ে ত্রানের ১২শ’ জনের তালিকায় স্বাক্ষর